যদি পারি মোরা, নিঃস্বার্থ সেবা,
করিতে জগত-মাঝ।
তবেই ধন্য, মানব-জনম,
পূর্ণ মায়ের কাজ॥

শ্রীহেমন্তকুমার সেন গুপ্ত,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'B' শাখা।

আবাহন।

জাগ—হের—বেলা বহে যায়
অস্তাচলে ডুবে যায় রবি,
তুমি শুধু ঘুমের আবেশে
হেরিতেছ স্বপনের ছবি।
সঙ্গী যা'রা সব গেছে চলে
সময় যেতেছে পলে পলে
ভুলে যাও সুখের স্বপন
অতীতের কথা যত সবি,
চেয়ে দেখ আজিকার পানে
অস্তাচলে ডুবে যায় রবি।

ক্ষণিক এ জীবনের মাঝে
জোয়ার সে আসে একবার,
স্রোতের মাঝারে তরিখানি
ভাসাইয়া দাও এইবার।
ভাঁটা এলে জল যাবে স'রে
তরিখানি রবে হেথা প'ড়ে

নদীর বুকেতে চড়া কত ,
বিপদ আপদ চারিধার,
জোয়ার চলিয়া গেলে পরে
আসিবে না—আসে নাকো আর।
তুলে দাও—তুলে দাও পাল
সুবাতাস বহে যতক্ষণ,
সময় চলিয়া যদি যায়
বৃথা তালে তা'র অন্বেষণ,
বৃথা—যবে শিয়রে শমন
কাল—কাল—কেন অকারণ ?
আর নয়—ছেড়ে দাও তরী
এই বেলা এই শুভক্ষণ,
মরণের পরপারে হবে
পথ শেষ—সুখের মরণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

জীবনের ধ্রুবতারা।

কাহার মূরতি করিয়া ধেয়ান
চলেছি জীবন-পথে
কাহারই পুণ্য পদরেণু-কণা
লয়েছি সাদরে মাথে।
দেবতা আমার সাধনা আমার
চির-আরাধিত স্বামী
তাঁহারি চরণ করিয়ে স্মরণ
জীবন যাপিব আমি।
অশেষ দুখেতে ভরা এ জগত
অসার আঁধারে ঢাকা